স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম- ১৪৪৫

৩য়-৪র্থ শ্রেণি

গ্রুপ: আসর

নাম :

শ্রেণি:

শিফট :

আইডি নং:

অভিভাবকের স্বাক্ষর :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আসসালামু আলাইকুম,

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ। এই এসাইনমেন্ট করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা:

- **অভিভাবক ও জ্ঞানীদের থেকে জেনে নিতে পারবে।**
- **উত্তর খোঁজার জন্য প্রয়োজনে আল-কুরআন, হাদীসের কিতাব, তাফসীর, ইসলামী বই দেখবে।**
- **নিজেরাই কাজগুলো করবে। কেউ ইঙ্গিত দিলেও পুরোপুরি কাজটা করে দিবে না বা উত্তর বলে দিবে না।**
- **অতিরিক্ত কাগজ লাগলে সেই পাতার সাথে সংযুক্ত করে নিবে।**
- **সপ্তাহের কাজ সপ্তাহেই শেষ করবে, ইন-শা-আল্লাহ**

ঈদের পর স্কুল খুললে পুরো এ্যাসাইনমেন্টটি অফিসে জমা দিবেন ইন-শা-আল্লাহ।

অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য হাদিয়া থাকবে, ইন-শা-আল্লাহ।

সবাইকে রমাদানের শুভেচ্ছা!

১ম সপ্তাহ

কাজঃ ০১

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সুন্দর নাম ও উত্তম গুণাবলী দিয়ে তাঁকে ডাকতে বলেছেন।

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক ; আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর; তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।[৭: ১৮০]

একজন মুসলিমের দু'আর আদব হলো দু'আর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালার যথোপযুক্ত প্রশংসা করা। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আল্লাহ তা'য়ালার বিভিন্ন গুণবাচক নামের মাধ্যমে দু'আ করি ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُۥ

حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান। [আল-কুরআন ২: ২৫৫]

১) ইলাহ শব্দের অর্থ কী?

২) উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তা'য়ালার গুণবাচক নাম গুলোর অর্থসহ তালিকা তৈরি কর।

৩) রমাদানে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত নাম উল্লেখ করে কী কী দু'আ করবে? (যেমন: ইয়া আস-সালাম, ফিলিস্তিনের মুসলিমদের উপর আপনি শান্তিবর্ষণ করুন।)

কাজ- ০২

قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

বল, 'তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রাহমান' নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। [আল-কুরআন ১৭:১১০]

মহান প্রভু, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তার নাম হচ্ছে আল্লাহ্। এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। কারণ যে কোন গুণবাচক নাম দিয়েই আল্লাহ্র কথা বলা হোক না কেন, সব নাম দ্বারা আল্লাহ্কেই ইঙ্গিত করা হয়।

প্রশ্ন:

১) 'রব' শব্দ দিয়ে কী বোঝায়?

২) আল্লাহর বিভিন্ন গুনবাচক নামের আলোকে কীভাবে আমরা নিজেদের আলোকিত করতে পারি?

২য় সপ্তাহ

কাজ- ০১

নূহ (আ.) দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর কওমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকেন। দিবসে, রজনীতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে তিনি তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু তাদের হঠকারিতা ও পথভ্রষ্টতা শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকে। অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন। তারা ছিল শিরকে লিপ্ত এক জাতি এবং আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিমূখ। অবশেষে শাস্তি এসে গেল এবং আল্লাহ নির্দেশে প্লাবন দ্বারা তারা পানিতে ডুবে গেল। তাদের মধ্যে নূহের পুত্রও ছিল। নূহ (আ.) ও ঈমানদারগণ বন্যায় নৌকায় করে জুদী পর্বতে এসে থামলো। সেখানে তারা নতুন করে বসতি গড়ে তুললেন। নূহ (আ.)-এর কওমের উপর যখন আল্লাহর আযাব নাযিল হয় তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর নবী (আ.) এবং ঈমানদারদেরকে বাঁচিয়ে নেন যারা তাঁর নির্দেশক্রমে তার সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন:

ক) প্লাবন কী? প্লাবনটি কি পৃথিবীর সব জায়গায় হয়েছিল? নৌকাটি কোন পর্বত এসে থেমেছিল?

খ) নৌকায় কী পৃথিবীর সব ধরনের প্রাণী তোলা হয়েছিল? যদি না তোলা হয় তাহলে কোন কোন প্রাণী তোলা হয়েছিল?

কাজ- ০২

দুই সঙ্গীর মধ্যে একজন ছিল সম্পদশালী, আর একজন দরিদ্র। ধনী সঙ্গীটিকে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন দু'টি আঙ্গুর বাগান। সে দু'টিকে ঘিরে ছিল খেজুরের বাগান। দুই বাগানের মাঝখানে ছিল সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত। তার সম্পদের জন্য সে ছিল ভিষণ অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ। সে আল্লাহ তা'আলার দানকে ভুলে গেল এবং সে আখিরাতের অস্বীকার করলো। অপরদিকে দরিদ্র সঙ্গীটি ছিল মু'মিন। সে ধনী বন্ধুটিকে নানাভাবে বুঝালো এবং ঈমানের প্রতি আহবান করলো। কিন্তু সে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করলো। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তার বাগান ধ্বংস করে দিলেন। তখন সে বুঝতে পারলো নিরাপত্তা শুধু আল্লাহ তা'আলাই দিতে পারেন। সে বললো: হায়! যদি আমি আমার রবের সাথে শরীক না করতাম।

প্রশ্ন:

ক) নিয়ামত কী? আল্লাহ তোমাকে যেসব নিয়ামত সমূহ দান করেছেন তার একটি তালিকা তৈরি কর ।

খ) কোন বাক্যের মাধ্যমে আমরা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব?

গ) উপরের দুই বন্ধুর মধ্যে কে প্রসংশনীয়? এবং কেন?

৩য় সপ্তাহ

কাজ- ০১

জাহেলিয়াতের যুগে তিনি ছিলেন কুরাইশদের নেতা, কিন্তু তিনি কোনদিন মূর্তি পূজা করেননি, মদও পান করেননি। তিনি ছিলেন প্রচুর সম্পদের মালিক; সত্যের প্রতি তাঁর অন্তর ছিল উন্মুক্ত তাই ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি তা গ্রহণ করেন এবং হয়ে উঠেন রাসুলের প্রিয় সাহাবী ও ঘনিষ্ঠ সহচর। প্রথম মুসলিমরা যখন প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার করবেন বলে রাসুল ﷺ কে অনুরোধ করেন তাঁর মধ্যে তিনিও ছিলেন অন্যতম। সকলে মিলে যখন কাবায় প্রবেশ করে বিভিন্ন কোনায় অবস্থান করলেন, তিনিই প্রথম প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীদের মধ্যে পাঁচজন। (যারা জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন)

তিনি ছিলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ও অভাবীদের সাহায্যকারী এবং রাসূল (স.) এর হিজরতের সহচর। রাসূল ﷺ এর সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। সবসময় শত্রুরদের হাত থেকে রাসূল ﷺ কে রক্ষার চেষ্টা করতেন। যুদ্ধের সময় নিজের জীবনের পরোয়া না করে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে তাঁকে পাহারা দিয়েছিলেন, যেন রাসুলের ﷺ উপর কোন আঘাত না আসে।

তাঁর সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা:) বলেন: রাসুলের উম্মতের মধ্যে তিনি প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

একদিন রাসূল ﷺ মদিনার মসজিদে ফজরের সালাত শেষে সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। “তোমাদের মধ্যে কে আজকে সিয়াম রেখেছে? ক্ষুধার্তদের খাদ্য খাইয়েছে? রোগী দেখতে গিয়েছে?” দেখা গেল সবই করেছেন এ সাহাবী। রাসূল ﷺ তখন বললেন: একজন মানুষের মাঝে যখন এতগুলো ভালো গুণ থাকে, সে জান্নাতি হওয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।”

তিনি ছিলেন সকল ভালো কাজে অগ্রগামী। সকল সাহাবীদের মধ্যে তাঁর প্রধান্যই ছিল বেশি। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল সব থেকে বেশি। তিনি রাসূলের ﷺ সাথে থেকেছেন এবং সরাসরি রাসূল (স.) এর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। সত্যকে তিনি সাথে সাথেই চিনতেন এবং মেনে নিতেন। এর জন্য তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে সিদ্দিক উপাধি পেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করেছেন তাঁর জ্ঞান ও হিকমার মাধ্যমে। তাঁর জ্ঞান ও হিকমার কারণে তাঁকে খলিফা নির্বাচিত করা হয়। খলিফা হয়েও তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। খলিফা হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রথম যে ভাষণ তিনি দেন, তাতে একজন খলিফা ও জনগণের দায়িত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। খলিফা হওয়ার পর তাঁর জীবন থেকে আমরা একজন ইমামের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। যুদ্ধের নিয়মনীতিও স্পষ্টভাবে জানতে পারি তার জীবনী থেকে। **[সূত্র: আবু বকর ও ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর জীবনের কিছু ঘটনা-- হুমায়রা বানু]**

প্রশ্নঃ

ক) সাহাবী কাদের বলা হয়? এখানে কোন সাহাবির কথা বলা হয়েছে?

খ) রাসূল ﷺ কেন তাঁকে জান্নাতি বলেছেন? তিনি কীভাবে সিদ্দিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন? এবং সিদ্দিকের মর্যাদা কী?

কাজ- ০২

সূরা হুমাযাহ অর্থসহ পড় [প্রয়োজনে মা-বাবার সাহায্য নিয়ে তাফসীর পড়] এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক) সূরা হুমাযাহতে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে? অর্থসহ লেখ।

খ) হুতমাহ কী? কাদেরকে হুতমাহ-এ নিক্ষেপ করা হবে? হুতমাহ থেকে আমরা কীভাবে বাঁচতে পারি?

৪র্থ সপ্তাহ

কাজ- ০১

সূত্র: সূরা মারিয়াম, ৪-৬ আয়াত ।

প্রশ্ন:

ক) যাকারিয়া (আ.) এর দুয়াটি লেখ।

খ) কোন তিনটি অবস্থা মানুষের অজানা, ভীতিপ্রদ?

গ) আমরা কীভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করলে দুআ কবুল হবে?

কাজ-০২

কুরআনের একটি সূরার শুরুতে আল্লাহ “সময়ের শপথ” দিয়ে শুরু করেছেন। এই শপথ করার উদ্দেশ্য হলো এরপর আল্লাহ যা বলবেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর যে বিষয়টা নিয়ে শপথ করা হয়েছে সেটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আল্লাহ সময়ের শপথ করেছেন কারণ, সময় আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময় একবার চলে গেলে তা আর ফিরে আসেনা। তাই একজন মুসলিম কখনোই তার সময় নষ্ট করবে না।

প্রশ্ন:

ক) সূরাটির নাম কী?

খ) দ্বিতীয় আয়াতে কেন বলা হয়েছে যে মানুষ ক্ষতির ভিতর আছে? ক্ষতিটা আসলে কী?

গ) কোন চারটি কাজ করলে মানুষ এই ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে?

কাজ: ০৩

আরাফের মায়ের অনেক জ্বর। জ্বর কমানোর জন্য আরাফ তার মায়ের মাথায় পানি ঢালছে। জ্বর একটু-আধটু কমলেও পরক্ষনেই আবার বেড়ে যাচ্ছে। তার মনে পড়লো খেলতে গিয়ে সে তাদের থার্মোমিটারটা ভেঙ্গে ফেলেছে। এখন মায়ের জ্বর মাপবে কী করে!

আরাফ চিন্তা করলো তার প্রতিবেশী ফারুকদের বাসা থেকে থার্মোমিটার এনে মায়ের জ্বর মেপেই সালাত পড়তে যাবে। ফেরার পথে মায়ের জন্য জ্বরের ওষুধ আনবে। আরাফ শুনল ফারুকদের বাসা থেকে বেশ হাসাহাসির শব্দ আসছে। ফারুক দরজা খুলতেই আরাফ দেখতে পেলো ফারুকদের বাসায় অনেক মেহমান। ফারুক আরাফ কে দেখে খুশি হয়ে বলল আরাফ এসো, তুমি তো আমার আঁকা পেইন্টিংগুলো দেখতে চেয়েছিলে। আমি আমার আত্মীয়স্বজনদের ঐগুলো দেখাচ্ছি, তুমিও দেখে যাও। আরাফ বলল, এখন তো সালাতের সময় হয়ে গিয়েছে, আরেকদিন দেখবো। তুমি বরং আমাকে তোমাদের থার্মোমিটারটা দাও, আর চলো একসাথে সালাত পড়ে আসি।

ফারুক বিরক্ত হয়ে বলল, আজ মেহমানদেরকে সময় দিতে হবে, এখন সালাত আদায় করবো না, পরে করে নিব। তুমি বরং যাও। তারপর ফারুক আরাফকে থার্মোমিটার না দিয়েই মেহমানদেরকে পেইন্টিং দেখাতে ব্যস্ত হয়ে গেলো। আরাফ কিছুটা কষ্ট পেয়ে ফারুকের বাসা থেকে বের হয়ে এলো। পথে দেখা হলো ইব্রাহীমের সাথে। ইব্রাহিম সালাতের জন্য বাসা থেকে বের হয়েছে। সে সবসময় সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে। আরাফ ইব্রাহিমকে ওর প্রয়োজনের কথা বলতেই, ইব্রাহিম আরাফকে ওর বাসা থেকে থার্মোমিটার এনে দিলো, আর বলল, আরও কিছু প্রয়োজন হলে অবশ্যই যেন তাকে জানায়। আরাফ দ্রুতই বাসায় গিয়ে মায়ের জ্বর মেপে, সালাত আদায় করতে মসজিদে গেল।

প্রশ্ন: আরাফ, ইব্রাহিম, ফারুক– এদের মধ্যে কার কাজগুলো তোমার ভালো লেগেছে? কেন ভালো লেগেছে?